ত্রিপুরা সরকার
তথ্য ও সংস্কৃতি অধিকার
*****

স-৪০১৭

আগরতলা, ০৪ নভেম্বর, ২০২৩

পশ্চিম ত্রিপুরা জিলা পরিষদের কৃষি বিষয়ক স্থায়ী কমিটির সভা

পশ্চিম ত্রিপুরা জিলা পরিষদের সভাকক্ষে সম্প্রতি জিলা পরিষদের কৃষি বিষয়ক স্থায়ী কমিটির সভা অনুষ্ঠিত হয়। সভায় সভাপতিত্ব করেন জিলা পরিষদের ভারপ্রাপ্ত সভাধিপতি হরিদুলাল আচার্য। উপস্থিত ছিলেন কমিটির অন্যান্য সদস্য-সদস্যাগণসহ সংশ্লিষ্ট দপ্তরের আধিকারিকগণ। সভায় জল সম্পদ দপ্তরের ডিভিশন ১-এর আধিকারিক জানান, জলসেচের সুযোগ সম্প্রসারণের জন্য উত্তোলক সেচ প্রকল্প ও গভীর নলকূপ সেচ প্রকল্পে ১৬৭টি কর্মসূচি রূপায়ণের কাজ চলছে। জলসম্পদ দপ্তরের ডিভিশন-২ এর আধিকারিক জানান, একই প্রকল্প ও গভীর নলকূপ সেচ প্রকল্পে ৩০টি কর্মসূচি রূপায়ণের কাজ চলছে। কৃষি ও কৃষক কল্যাণ দপ্তরের আধিকারিক জানান, জেলার মোহনপুরের তারাপুরে ২০ ডিসেম্বর থেকে ২৫ ডিসেম্বর, ডুকলি ব্লকের সেকেরকোট নাট মন্দিরে ২৮ ডিসেম্বর থেকে ৩০ ডিসেম্বর, জিরানীয়া মহকুমায় ২৬ ডিসেম্বর থেকে ৩ জানুয়ারী এবং বেরিমুড়ায় ২ জানুয়ারী থেকে ৮ জানুয়ারী ১২ টাকা ৮৩ পয়সা সহায়ক মূল্যে ধান ক্রয় করা হবে। তিনি জানান পশ্চিম জেলায় মোট ৩৬৩২৫ জন কৃষকের নাম অনলাইনের মাধ্যমে নথিভূক্ত করা হয়েছে। চলতি অর্থবছরে প্রতিটি কৃষি মহকুমায় পর্যাপ্ত পরিমানে সার মজুত রয়েছে। চলতি অর্থবছরে পশ্চিম জেলায় এখন পর্যন্ত ১৪ হাজার ৯৮৬ হেক্টর জমি আমন ধান চাষের আওতায় আনা হয়েছে। উদ্যান পালন ও ভূমি সংরক্ষণ দপ্তরের আধিকারিক জানান, চলতি অর্থবছরে এম আই ডি এইচ স্কীমে মোহনপুর, লেফুঙ্গা, জিরানীয়া, বেলবাড়ি, পুরাতন আগরতলা, ডুকলি, মান্দাই, হেজামারা, বামুটিয়া ব্লকে ৩০ হেক্টর জমিতে কাঁঠাল ও ১৫ হেক্টর জমিতে আম গাছের চারা রোপন করা হয়েছে। এছাড়া পশ্চিম জেলার হেজামারা ব্লকে ৫ হেক্টর জমি গাঁদাফুল চাষের আওতায় আনা হয়েছে। ভোজ্যতেল জাতীয় মিশনে জিরানীয়া কৃষি মহকুমার ২ হেক্টর জমি ওয়েল পাম, মুখ্যমন্ত্রী পুষ্প উদ্যান প্রকল্পে ৪৭ হেক্টর জমি গাঁদা ও গ্ল্যাডিওলাস ফুল চাষের আওতায় আনা হয়েছে। মৎস্য দপ্তরের আধিকারিক জানান, চলতি অর্থবছর প্রধানমন্ত্রী মৎস্য সম্পদ যোজনায় পশ্চিম জেলায় ৮টি নতুন পুকুর খনন করা হয়েছে। এছাড়াও ২ জন মৎস্য বিক্রেতাকে বরফের বাক্স সহ মোটর সাইকেল দেওয়া হয়েছে। প্রাণী সম্পদ বিকাশ দপ্তরের আধিকারিক জানান, চলতি অর্থবছরে পশ্চিম জেলায় ৯১৫০টি গবাদি পশুর কৃত্রিম প্রজনন করা হয়েছে। মুখ্যমন্ত্রী স্বনির্ভর পরিবার যোজনায় এখন পর্যন্ত ২২০ জন সুবিধাভোগীকে হাঁস পালনে সহায়তা করা হয়েছে এবং এতে ২ লক্ষ ৮৬ হাজার টাকা ব্যয় হয়েছে। মুখ্যমন্ত্রী প্রাণীসম্পদ বিকাশ যোজনার অধিনে প্রাণী পালক সম্মাননিধি প্রকল্পে জেলায় মোট ৪৫০ জন সুবিধাভোগীকে এককালীন ৬০০০ টাকা করে আর্থিক সহায়তা করা হবে।

*****